দর্শন বিভাগ
বিভাগীয় সেমিনার

ড. মো. শওকত হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জ্যাঁ পল. সার্তের সাহিত্যতত্ত্ব

সোমবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

আলোচক: অধ্যাপক ড. মো. খোরশেদ আলম
বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মডারেটর: অধ্যাপক ড. মো. মুনির হোসেন তালুকদার

বিকাল ২.০০ থেকে ৩.০০

কক্ষ নং ১১৭, নতুন কলা ভবন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সকলে আমন্ত্রিত!

সারসংক্ষেপ

অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রবর্তকদের অনেকেই ছিলেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। কেবল তাই নয়,এঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক দার্শনিক তাঁদের দার্শনিক মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যকে বেছে নিয়েছেন। জ্যাঁ.পল.সার্ত সুনির্দিষ্ঠ অস্তিত্ববাদী মতাদশ প্রকাশের ক্ষেত্রে দার্শনিক গদ্য এবং সৃজনশীল লেখনী তথা সাহিত্য-এই উভয় মাধ্যমকেই গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করেছেন। তাঁর *Being and Nothingness, Existentialism and Humanism* ইত্যাদি গ্রন্থ দার্শনিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে লিখিত। অন্যদিকে *Nausea, The Roads to Freedom, The Wall, The Room , Intimacy* ইত্যাদি সাহিত্যকর্ম (উপন্যাস এবং গল্প) মূলত সৃজনশীল লেখনি। তবে এই সৃজনশীল লেখনির মধ্য দিয়ে সার্ত তাঁর প্রয়োজনীয় দার্শনিক অভিমত সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন; এবং তিনি মনে করেন যে, সাহিত্য মাধ্যমেই কোন মতাদর্শকে সর্বজনগ্রাহ্য অথবা সর্বজনবোধ্য করে তোলা অধিকতর সহজ। সার্ত কেবল মতাদর্শ প্রচারের বাহক হিসেবে তথা দর্শনের প্রচার মাধ্যম হিসেবেই সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিলেন তা নয়। বরং সাহিত্য ছিলো তাঁর অত্যন্ত ভালোলাগার বিষয়। সাহিত্যের গুরুত্বকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অন্তর দিয়ে। আর সে কারণে সাহিত্যের ভালো-মন্দ ব্যর্থতা উৎকর্ষ ইত্যাদি নিয়েও তিনি গুরুত্বের সাথে ভেবেছিলেন; প্রকাশ করে ছিলেন সুনির্দিষ্ট সাহিত্যদর্শন। *What is Literature?* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এর বলিষ্ট প্রমান বহন করে। সাহিত্য দর্শন নয়। তবে সাহিত্যের মাধমে দর্শন প্রকাশিত হতে পারে। আর সে ধরনের সাহিত্যকে আমরা উচ্চতর দার্শনিক-সাহিত্য বলতে পারি। তবে সাহিত্যের দর্শন নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ আলোচনায় সে বিষয়টির ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে; এবং এক্ষেত্রে সার্তীয় মতের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সাহিত্যের গুরুত্ব কী? সাহিত্য কি দর্শন প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে? সাহিত্যের তাৎপর্য কীসের ওপর নির্ভর করে? সাহিত্যের সাথে সমাজ ও সভ্যতার সম্পর্ক কী? সাহিত্য কি কালোত্তীর্ণ হতে পারে? একজন সৃজনশীল লেখক -এর প্রকৃতি কী হওয়া উচিত? সাহিত্যের কি কোন অঙ্গীকারবদ্ধতা থাকা জরুরী, নাকি তিনি কেবল সাহিত্য তথা শিল্পের জন্যই তা চর্চা করবেন? লেখক ও পাঠকের মধ্যে সম্পর্ক কী? ইত্যাদি বিষয়ে সার্তীয় দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা করা হবে উক্ত সেমিনারে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. মো. শওকত হোসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দর্শনের শিক্ষক হিসেবে কাজ করে আসছেন। ২০১১ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি লেখালেখির সাথে যুক্ত। ১৯৯৮ সালে তার প্রথম গ্রন্থ *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা* প্রকাশিত হয়। তার মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬ টি। এর মধ্যে রয়েছে: *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শনের কথা*, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের আলো*,*ইমাম আল-গাযালী ও ইবনে রুশ্‌দ -এর দর্শন*, *চিরায়ত গ্রিক দর্শন: প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল*,*চিরায়ত দর্শন: হিউম ও কান্ট*, *জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুরের দর্শন*,*বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন: জগৎ জীবন সমাজ*,*নন্দনতত্ত্ব* ইত্যাদি। তার আগ্রহের এবং বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে নন্দনতত্ত্ব ও ধর্মীয় নীতিবিদ্যা। এ দুটি বিষয়ে তার বেশকিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতি Springer থেকে প্রকাশিত *Encyclopedia of Indian Religions: Islam, Judaism and Zoroastianism*-এ তার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং Conference of Religion for Peace (ACRP) বাংলাদেশ শাখার যগ্ম সাধারণ সম্পাদক।